(১) বার্ষিক পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রকাশকরণ।

(২) যাত্রীবাহী ট্রেনের দূর্ঘটনায় ট্রেনের কোন ব্যাক্তি নিহত অথবা গুরুতরভাবে আহত হইলে অথবা আনুমানিক ২,০০,০০০/- (দুই) লক্ষ বা তদুর্ধ টাকার সম্পদ বিনষ্ট হইলে তাহা তদন্তকরণ।

(৩) নবনির্মিত কোন রেল লাইন যাত্রী সাধারণের যাতায়াতের নিমিত্ত চালুকরনের উপযোগী কিনা সেইজন্য তাহা পরিদর্শনকরণ এবং সরকার এর নিকট প্রতিবেদন প্রেরণকরণ।

(৪) বাংলাদেশ রেল প্রশাসনের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ সনদপত্র প্রতিস্বাক্ষরকরণ।

(৫) নতুন রেল লাইন নির্মাণকালে মঞ্জুরীকৃত প্রাক্কলন মোতাবেক সঠিকভাবে কার্যসম্পাদন হইতেছে কিনা তাহা বিশেষভাবে পরিদর্শনকরণ।

(৬) রেল লাইন চালুকরণের পূর্বে সকল কাজ সমাপনী নকশা ও সিডিউল মোতাবেক সম্পাদিত হইয়াছে কিনা সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

(৭) নিম্নে উল্লেখিত কাজ চালুকরণের পূর্বে প্রচলিত বিধি মোতাবেক পরীক্ষার পর সরকারী রেল পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদন প্রদান ।

(৭.১) রেলওয়ে সাইডিং, গুডস সাইডিং, মিলিটারী সাইডিং, প্রাইভেট মিল সাইডিং, সেলুন সাইডিং, পেট্রোল সাইডিং, ইরিগেশন সাইডিং ও স্লিপ সাইডিং স্থাপন।

(৭.২) বড় সেতু নির্মাণ।

(৭.৩) কালভার্ট, আরসিসি পাইপ সেতু, ওপেন টপ কালভার্টস, পাইপ সেতুসহ ৪ó –ó´ গার্ডার পর্যন্ত ছোট সেতু নির্মাণ।

(৭.৪) সেতুসমূহ পরীক্ষাকরণ।

(৭.৫) রেলওয়ের বিভিন্ন সেকশনে ট্রেনের গতিবেগ নির্ধারণ/বৃদ্ধিকরণ।

(৭.৬) ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ ( সাইট প্ল্যান)।

(৭.৭) সেতুর উপর /নীচ দিয়া রাস্তা নির্মাণ।

(৭.৮) সেতু উঁচুকরণ।

(৭.৯) সেতু পুন:নির্মাণ ও নতুন বড় সেতু নির্মাণকালে অস্থায়ী বিকল্প রেল লাইন নির্মাণ।

(৭.১০) জরুরী পরিস্থিতিতে যেমন বন্যা ও যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্হ রেল লাইনের পরিবর্তে অস্থায়ীভাবে বিকল্প রেল লাইন নির্মাণ।

(৭.১১) সেতু পুন:নির্মাণ ও নতুন সেতু নির্মাণের নিমিত্ত অস্থায়ী ব্যবস্থা স্থাপন।

(৭.১২) ‘‘সি” শ্রেণীর আনম্যান্ড লেভেল ক্রসিং গেইট নির্মাণ।

(৭.১৩) ‘‘সি” শ্রেণীর ম্যান্ড লেভেল ক্রসিং গেইট নির্মাণ।

(৭.১৪) নতুন ‘‘এ” ও ‘‘বি” এবং ‘‘বিশেষ” শ্রেণীর লেভেল ক্রসিং গেইট নির্মাণ।

(৭.১৫) লেভেল ক্রসিং গেইটের শ্রেণী উন্নীতকরণ/অবনতিকরণ।

(৭.১৬) প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্মে ‘‘ আশ্রয়স্থল” স্থাপন।

(৭.১৭) রেল লেভেল ও অন্যান্য নীচু লেভেলের প্ল্যাটটফর্ম স্থাপন অথবা উচ্চ লেভেলে উন্নীতকরণ।

(৭.১৮) রেল লাইনের নীচ দিয়া পানির পাইপ লাইন অতিক্রমকরণ।

(৭.১৯) রেল লাইনের নীচ দিয়া টেলিফোন ক্যাবল অতিক্রমকরণ।

(৭.২০) রেল লাইনের নীচ দিয়া গ্যাস পাইপ লাইন অতিক্রমকরণ।

(৭.২১) রেল সেতুর পার্শ্বে এবং নীচ দিয়া গ্যাস পাইপ লাইন অতিক্রমকরণ।

(৭.২২) ওভারহেড এবং ভূগর্ভস্থ ইলেকট্রিক ক্যাবল ও তারের রেল লাইন অতিক্রমকরণের আবেদন।

(৭.২৩) রেল লাইনের নীচ দিয়া পেট্রোল ও কেরোসিন তৈলের পাইপ লাইন অতিক্রমের আবেদন।

(৭.২৪) নদীর কুল ভাঙ্গনের দরুন এবং সেতুর উপর রেল লাইন উঁচুকরণ।

(৭.২৫) রেল লাইনের গ্রেড পরিবর্তন ।

(৭.২৬) রেল লাইনের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন ।

(৭.২৭) স্টেশন ইয়ার্ডের সংযুক্তি ও পরিবর্তন ।

(৭.২৮) রেলওয়ে ইয়ার্ড রি-মডেলিং ।

(৭.২৯) স্টেশন চালু ও বন্ধকরণ।

(৭.৩০) স্টেশনের শ্রেণী পরিবর্তনকরণ।

(৭.৩১) বিদ্যমান সংকেত ব্যবস্থার সংযোগ/পরিবর্তন এবং রেলওয়েতে নতুন সংকেত ব্যবস্থা চালুকরণ।

(৭.৩২) স্টেশনে ষ্ট্যান্ডার্ড-১ সংকেত ব্যবস্থা স্থাপন।

(৭.৩৩) স্টেশনে ষ্ট্যান্ডার্ড-২ সংকেত ব্যবস্থা স্থাপন।

(৭.৩৪) স্টেশনে ষ্ট্যান্ডার্ড-৩ সংকেত ব্যবস্থা স্থাপন।

(৭.৩৫) রেলওয়েতে অটোমেটিক ব্লক সংকেত ব্যবস্থা প্রবর্তন।

(৭.৩৬) রেলওয়ের সিগনাল লাইন ও ডবল লাইনে নতুন ধরণের ব্লক ইনস্ট্রুমেন্ট প্রবর্তন ।

(৭.৩৭) রেলওয়েতে এ্যাকসেল কাউন্টার প্রবর্তন।

(৭.৩৮) স্টেশন ও গেইট সিগনালের সঙ্গে লেভেল ক্রসিং গেইট ইন্টারলকিং।

(৭.৩৯) রেলওয়ের জেনারেল রুলস, রুলস ফর ওপেনিং অফ এ রেলওয়ে, ওয়ে এন্ড ওয়ার্কস ম্যানুয়াল, সিডিউল অফ ডাইমেনশন এবং লেভেল ক্রসিং এর স্পেসিফিকেশন সংশোধন সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ।

(৭.৪০) স্টেশন কার্যবিধি অনুমোদন।

(৭.৪১) স্টেশন কার্যবিধির শুদ্ধিপত্র বিশ্লেষণ।

(৭.৪২) অস্থায়ী কার্য পরিদর্শন এবং অনুমোদন।

(৮) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালনকরণ।